কালী ফিল্মস্ লিমিটেডের

শারদীয় অর্ঘ্য

18-10-39

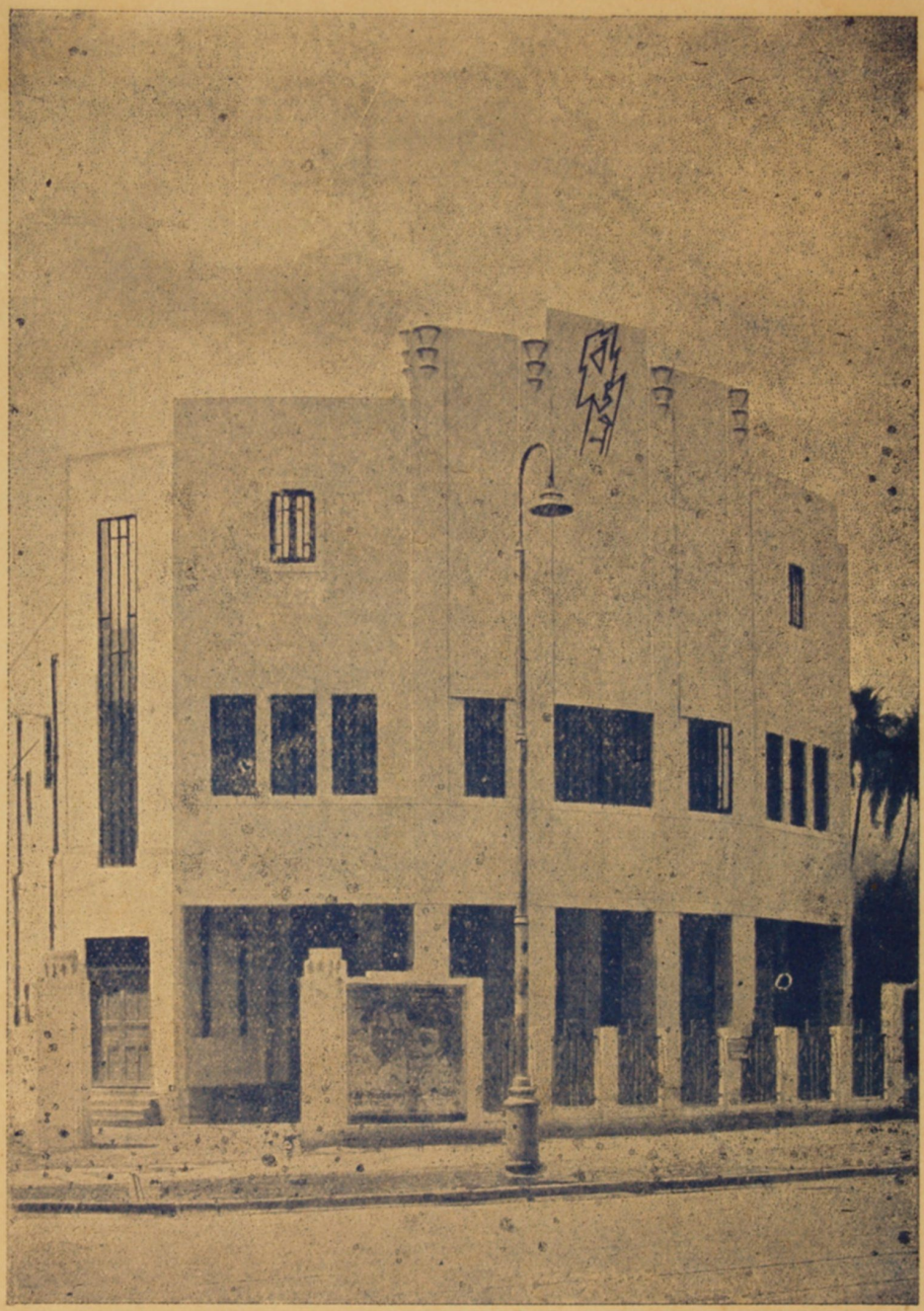

বিজলীতে

বুধবার ১৮ই অক্টোবর হইতে
শুভ-উদ্বোধন

কালীফিল্মস্ লিমিটেডের—বিজয়-অর্ঘ্য

পরিণীতা

মূল্য—এক আনা মাত্র

কালী ফিল্মসের প্রচার শিল্পী এইচ, এন, চ্যাটার্জ্জি কর্ত্তৃক সম্পাদিত,
বি, নান (এড্‌ভারটাইজিং কনসালট্যাণ্ট) ১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রণস্বত্ত্ব সংরক্ষিত এবং গ্ল্যাসগো প্রিন্টিং কোং, হাওড়া
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বাণী চিত্রে

শর্ম্মিষ্ঠা

প্রযোজনা : প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী

চিত্র পরিবেশক—

স্রীতেন এণ্ড কোং

৮৭নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চরিত্র-লিপি

বৃহস্পতি	...	নরেশ মিত্র
শুক্রাচার্য্য	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
যযাতি	...	ছবি বিশ্বাস
সুমালি	...	কৃষ্ণ চন্দ্র দে
		(অন্ধ গায়ক)
দুন্দুভি	...	জহর গাঙ্গুলী
বৃষপর্ব্ব	...	বিজয় কার্ত্তিক দাস
কচ	...	মঙ্গল চক্রবর্ত্তী
সুন্দর	...	বিপিন গুপ্ত
কুশিক	...	সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী
ইন্দ্র	...	ফণি ভূষণ মৌলিক
কার্ত্তিক	...	নিতীশ মুখার্জ্জি
জয়ন্ত	...	মোহন ব্যানার্জ্জি
চিত্ররথ	...	মহেশ গুপ্ত
শর্ম্মিষ্ঠা	...	রাণীবালা
দেবযানী	...	চিত্রা দেবী
সুভাঙ্গী	...	সুহাসিনী
সংপ্রিয়া	...	উষা দেবী
সুলেখা	...	রেখা রায়
নর্ত্তকী	...	মণি মালা ব্যানার্জ্জি

শিল্পী পরিচয়

প্রযোজক	—	প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী
পরিচালক	—	নরেশ মিত্র
ঐ সহকারী	—	বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জি
কথা, কাহিনী ও সঙ্গীত	—	মনোজ বসু
সঙ্গীতাংশে	—	কৃষ্ণচন্দ্র দে
ঐ সহকারী	—	প্রবোধ চন্দ্র দে
আলোকচিত্র শিল্পী	—	ননী সান্যাল
ঐ সহকারী	—	শ্যাম মুখার্জ্জি
শব্দ যন্ত্রী	—	জগদীশ বসু
ঐ সহকারী	—	জিতেন ব্যানার্জ্জি
সম্পাদনা	—	বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জি
ঐ সহকারী	—	বামাপদ দত্ত
রসায়নাগারাধ্যক্ষ	—	কৃষ্ণ কিঙ্কর মুখার্জ্জি
ঐ সহকারী	—	গোপাল গাঙ্গুলী
	,,	ননী চ্যাটার্জ্জি
	,,	সুশীল গাঙ্গুলী
	,,	কমল গাঙ্গুলী
দৃশ্য সজ্জা পরিচালক	—	মনোরঞ্জন ভৌমিক
ঐ সহকারী	—	সত্যেন রায় চৌধুরী
স্থির চিত্র শিল্পী	—	বিভুতি চ্যাটার্জ্জি
ঐ সহকারী	—	নিরোদ ব্যানার্জ্জি
রূপসজ্জা	—	পঞ্চানন দাস
		বসন্ত দাস
আলোক শিল্পী	—	সুরেন চ্যাটার্জ্জি
ব্যবস্থাপক	—	জিতেন ব্যানার্জ্জি
ঐ সহকারী	—	জয়নারায়ণ মুখার্জ্জি
	,,	বিধু ব্যানার্জ্জি
	,,	বিনোদ ব্যানার্জ্জি
প্রচার কর্ত্তা	—	এইচ, এন, চ্যাটার্জ্জি
ঐ সহকারী	—	কমল গাঙ্গুলী

গল্পাংশ

সাগর-মন্থনে উঠ্‌লেন লক্ষ্মী—উঠ্‌ল অমৃত। লক্ষ্মী গেলেন দেবতাদের দিকে। দেবতারা পেলেন অমৃত—অসুরদের চোখে বইল অশ্রু-বারি। অমৃত পানে বলীয়ান্ দেবতারা—অসুরদের সঙ্গে চালালেন যুদ্ধ—যুগ যুগ ব্যাপী। অসুরেরা অতিষ্ঠ হ'য়ে সমৃদ্ধ সুন্দর জন্মভূমি ছেড়ে দূর দুর্গম গিরি অরণ্যে নূতন নগর গড়্‌ল—প্রতিশোধ নেবার জন্য গুরু পদে বরণ কর্ল্লে আচার্য্য শুক্রকে—যাঁর অপূর্ব্ব আবিষ্কার সঞ্জীবনী—যার গুণে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে। এই অমোঘ ঔষধি অসুরদের অপরাজেয় করে তুল্লে—দেবতারা চিন্তিত হলেন। তাঁরা কন্দর্পের সমান

রূপবান যুবক বৃহস্পতি-পুত্র কচকে অসুর পুরীতে পাঠালেন—গোপনে সঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ত কর্ত্তে।

দেব সৈন্যদের নব নব আক্রমণের ভয়ে অসুররা সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত। তারা এক পরম সুন্দর নবাগত যুবককে পুরী প্রবেশ কর্ত্তে দেখে শত্রু ভেবে বধ কর্ত্তে উদ্যত হোল। এমন সময় আচার্য্য-কন্যা দেবযানী প্রাতঃস্নান করে ফিরে আস্‌ছিলেন—বিপন্ন যুবা কাতর কণ্ঠে তাঁর আশ্রয় ভিক্ষা কর্ল্লে। দেবযানী তরুণী, কখনও তাকে দেখেন নি—তবুও যুবকের রূপে আকৃষ্ট হয়ে তার প্রাণ বাঁচালেন।

অসুরদের নায়ক রাজা বৃষপর্ব্ব। তার দুলালী মেয়ে শর্ম্মিষ্ঠা। দেশের সেবাই তাঁর সব চেয়ে বড় কাজ। তিনি সর্ব্বহারা অসুরদের মনে অপমানের ও প্রতিহিংসার আগুণ জ্বালিয়ে বেড়াতেন।

বিরাট প্রয়োগ-শালা শুক্রাচার্য্যের—নিত্য নূতন গবেষণায় বৃদ্ধ আচার্য্যের দিন কাটে। কচ শুক্রের শিষ্য হয়ে প্রয়োগশালার একান্তে আশ্রয় লাভ করল। দেবযানী ও আগন্তুক যুবকের কলহাস্যে শুক্রের আশ্রম মুখর হয়ে উঠ্‌ল। তরুণ-তরুণী ক্রমে দুজনা দুজনার প্রতি আকৃষ্ট হলেন—শেষ অবধি প্রেমে পড়্‌লেন। দেবযানীর প্রিয় সখী শর্ম্মিষ্ঠা—তাঁর এ খবর জান্‌তে দেরী হোলোনা। শর্ম্মিষ্ঠা কিন্তু বরাবরই নবাগত কচকে সন্দেহের চোখে দেখে আসছেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা এ যুবক শত্রু না হয়ে যায়না।

নগর-পাল দুন্দুভি শর্ম্মিষ্ঠার গুপ্ত ষড়যন্ত্রের প্রধান সহায়—তাঁর আজ্ঞাবাহী। দুন্দুভি জান্‌ত শর্ম্মিষ্ঠার মন জুগিয়ে চল্‌লে একদিন শর্ম্মিষ্ঠাকে পত্নীরূপে পেতে তার অসুবিধা হবেনা। তাই নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে শর্ম্মিষ্ঠার সকল আজ্ঞা সে পালন কর্ত্ত।

কচের ফিরতে দেরী দেখে দেবতারা চিন্তিত হয়ে পড়্‌লেন। দেব-দূত চিত্ররথকে পাঠালেন ছদ্মবেশে অসুর পুরীতে খবর

জান্‌তে। চিত্ররথ অসুরদের হাতে ধরা পড়্‌ল—তার কাছ থেকে বেরুল এক গুপ্ত লিপি, যা থেকে অসুররা জান্‌তে পার্ল্লে যে ঐ নবাগত পরম-সুন্দর যুবক দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ।

অসুর পুরীর যে সর্ব্বনাশ করতে এসেছে সে শর্ম্মিষ্ঠার পরম শত্রু। তিনি পিতার কাছে বিচার প্রার্থনা করে কচের মৃত্যু দণ্ডের আদেশ চাইলেন। দেবযানী উন্মাদিণীর ন্যায় ছুটে এসে কচের জীবন ভিক্ষা চাইলেন,—রাজা বৃষপর্ব্ব আচার্য্য তনয়া দেবযানীর মুখের পানে তাকিয়ে কচকে কোন শাস্তিই দিলেন না।

পিতার ব্যবহারে শর্ম্মিষ্ঠার রোষ আরও বেড়ে গেল। দেবতাদের গুপ্তচর কচ - তাকে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না। একদিন গুপ্ত ঘাতক দুন্দুভির হাতে কচ নিদারুণ ভাবে আহত হোল,—তার প্রাণ-নাশেরও ষড়যন্ত্র চল্‌তে লাগ্‌ল। দেবযানী অর্দ্ধমৃত কচকে প্রাণপাত শুশ্রূষা কর্‌লেন, গভীর রাত্রে ভাণ্ডার থেকে সঞ্জীবনী চুরি করে এনে কচকে বাঁচালেন। অসুর পুরীতে কচের জীবন বিপন্ন দেখ্‌তে পেয়ে তারপর একদিন দেবযানী কচকে বল্‌লেন, "চলে যাও কচ, আমি তোমায় ভাল-বাসিনে - এতদিন তোমায় ছলনা করে আট্‌কে রেখেছিলাম—কিন্তু এখন প্রেমের অভিনয়—পর্ব্বতের মত বোঝা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।"—

অভিনয়! গভীর ব্যথা ও ঘৃণা নিয়ে কচ চলে গেল,- দেবযানী দেখ্‌তে লাগ্‌লেন—তাঁর বুক ফেটে গেল তবুও একটি কথাও তিনি বল্‌লেন না। হায়রে মর্ম্মদাহী অভিনয়!

* * *

অপর দিকে আর একটি অকরুণ ঘটনা বেশ ঘনিয়ে উঠ্‌ল। ক্ষত্রিয় রাজ যযাতি কবে একদিন অসুর পুরীর-নিকটস্থ বনে শিকার কর্ত্তে এসে অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময়ী যুবতী শর্ম্মিষ্ঠাকে দেখ্‌তে পেয়ে মুগ্ধ হন। সেই অবধি প্রায়ই এই বনে তাঁর যাওয়া আসা – শর্ম্মিষ্ঠাকে পাবার লোভে। একদিন তিনি শর্ম্মিষ্ঠার নিকট প্রেম নিবেদন করলেন। শর্ম্মিষ্ঠাও মনে মনে যযাতিকে ভাল বেসেছিলেন —কিন্তু হলে কি হবে—বাধা দুর্লঙ্ঘ্য। একজন সর্ব্বহারা নির্য্যাতিত অসুরদের দেশলক্ষ্মী অধিনেত্রী—জাতির দুঃখ দহনে উন্মাদিনী – আর একজন দেব-বন্ধু সর্ব্ব সৌভাগ্যবান্ অমিত শক্তি মহারাজা। জাতির যেখানে লাঞ্ছনা, সেখানে হৃদয়াবেগ নাই। তাই যযাতির যে মালা অপরের ভিক্ষা করে গলায় পরতে সাধ হয়, শর্ম্মিষ্ঠা সেই মালা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ক্রুদ্ধ যযাতি নির্ম্মম কণ্ঠে বলে গেলেন "ভাঙ্‌ব ঐ অভ্রভেদী অহঙ্কার……"

যযাতির সৈন্য, দেবসেনাদের সঙ্গে যোগ দিল। ঝড় প্রত্যাসন্ন হোল। কচ এদের সহযাত্রী।……

দেবযানীর বিরুদ্ধে শর্ম্মিষ্ঠার ক্রোধ উত্তাল হয়ে উঠেছে— সেই কচকে বাঁচিয়েছে, সেই তাকে নিরাপদে দেশে পাঠিয়ে দেবতাদের শক্তিশালী করে তুলেছে। আবার দেবযানীরও আক্রোশ শর্ম্মিষ্ঠার ওপর—কেননা তার প্রেমাস্পদ কচকে তাকে বিদায় দিতে হয়েছে শর্ম্মিষ্ঠারই জন্য।

প্রতিহিংসা পরায়ণা শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে বনের ভেতর এক কূপে নিক্ষেপ করলেন—পাছে না সে দেবতাদের আর সাহায্য কর্ত্তে পারে—রটনা হোল, দেবযানী প্রিয়জনের সঙ্গে দেশত্যাগ করেছেন। যযাতি যুদ্ধ শেষে ক্লান্ত হয়ে নিশাভাগে কূপে জলপান কর্ত্তে এসে দৈবক্রমে দেবযানীকে প্রাণে বাঁচালেন। গভীর রাত্রে শিষ্যসহ শুক্রাচার্য্য কন্যা অন্বেষণে বেরিয়ে এসে দেখ্‌লেন দেবযানী অচেতন অবস্থায় যযাতির কোলে শুয়ে। এ অবস্থায় তাদের দেখে শুক্রাচার্য্য রাজা যযাতিকে তাঁর কন্যাকে বিবাহ কর্ত্তে বিশেষ অনুরোধ জানালেন – যযাতি কোন রকমে এড়াতে পারলেন না। দেবযানী জান্‌তেন শর্ম্মিষ্ঠা যযাতিকে মনে মনে ভালবাসেন তাই

প্রতিহিংসা মেটাতে তিনিও এ বিবাহে অমত করলেন না। রাজা বৃষপর্ব্ব সেনাপতির সঙ্গে সেই পথে যেতে যেতে লোক জন দেখে সেখানে এসে হাজির হলেন এবং আচার্য্য কন্যার বিবাহ প্রস্তাব শুনে সুখী হলেন।

এক খণ্ড-যুদ্ধে কচ সেই সময় অসুরদের বন্দী। ভাগ্য বিড়ম্বনায় এই বিবাহে তাকেই পৌরহিত্য করতে হোল। কচ

নিস্পন্দ কণ্ঠে মন্ত্র পড়িয়ে তারই পরম প্রিয়া দেবযানীকে যযাতির হাতে সমর্পণ করল।

ঘটনা কিছুই চাপা রইল না। রাজার বিচার কন্যা বলেও অব্যাহতি নেই। দেবযানী শাস্তি স্বরূপ শর্ম্মিষ্ঠাকে তার ও তার স্বামীর দাসী রূপে চাইলেন।—অসুরেরা এ প্রস্তাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু রাজা জানেন—দেবযানীর যে প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছে সবাই এ ব্যাপার জেনেছ—তিনি কন্যার এ আচরণের শাস্তি না দিলে আচার্য্য শুক্র যদি রাজ্য ছেড়ে চলে যান অসুরদের সর্ব্বনাশ হবে। তাই তিনি শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর ইচ্ছানুরূপ শাস্তি দিলেন।

শর্ম্মিষ্ঠা রাজাজ্ঞা মাথা পেতে নিলেন উত্তেজিত অসুরদের শান্ত কণ্ঠে নিরস্ত করে বল্‌লেন—"আমার দেশবাসী বন্ধুরা আমার জন্য অধীর হোয়োনা—দ্বারে শত্রু—মুহূর্ত্তের জন্য তোমরা দেশের প্রতি রাজার প্রতি কর্ত্তব্য ভুলোনা—দেশকে যারা ভালবাসে দেশের মাটি, দেশের আলো তাদের জন্য নয়।" —এই বলে দেবযানীর দাসী হয়ে অসুর-কন্যা দেশত্যাগিনী হোলেন।

* * *

স্বামী-গৃহে দেবযানীও অসুখী—সোণার খাঁচায় তিনি বন্দিনী। দাসী শর্ম্মিষ্ঠার ওপর তার আক্রোশের অপরিমেয় অত্যাচার চল্‌ল।

এদিকে শর্ম্মিষ্ঠার নির্ব্বাসনে অসুররা রাজদ্রোহী—তারা দুন্দুভির অধিনায়কত্বে শুক্রচার্য্যের প্রয়োগ-শালা জ্বালিয়ে দিলে—শর্ম্মিষ্ঠার মুক্তির জন্য সদলবলে যযাতির দেশে ছুট্‌ল। শুক্রাচার্য্য নষ্ট-সর্ব্বস্ব হয়ে কন্যাকে দেখ্‌বার জন্য এর আগেই যযাতির দেশে চলে এসেছেন।

যযাতির আকর্ষণ এখনও শর্ম্মিষ্ঠার ওপর সমান ভাবেই রয়েছে—শর্ম্মিষ্ঠাও যযাতিকে মনে মনে খুব ভালবাসেন—একদিন এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে শর্ম্মিষ্ঠা আত্ম-সংবরণ করতে পার্‌লেন না—যযাতির কাছে ধরা দিলেন। একথা কিন্তু কেউ জান্‌লেনা—অবশেষে দেবযানীও তাকে দাসীবৃত্তি থেকে মুক্তি দিলেন। দুন্দুভির দল যযাতির দেশে এসে শর্ম্মিষ্ঠার মুক্তির খবর জান্‌ল। কিন্তু তিনিত দেশে ফিরে যান নি—তবে হয়ত অভিমানিনী আত্মহত্যা করে অপমানের জ্বালা জুড়িয়েছেন।—বৃষপর্ব্বের রাজ্যে আবার প্রবল বিক্ষোভ জাগ্‌ল। কেবল একজন আত্মহত্যার এই কাহিনী অবিশ্বাস কর্‌লে—সে রাজ-সভার অন্ধ গায়ক সুমালী। সে বল্লে—আমার গান রাজকুমারীকে খুঁজে আন্‌বে।

হোলোও তাই। যযাতির গোপন আবাসে শর্ম্মিষ্ঠা অবস্থান কর্‌ছিলেন—সেখানে তার এক ছেলে হয়েছে—নাম তার পুরু। সুমালীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হোল।

তারপর ঐ শিশু পুরুর জন্যই কেমন করে সমস্ত ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল—কেমন করে রাজা যযাতির যৌবন—সৌন্দর্য্য এক মুহূর্ত্তে জরাগ্রস্ত হয়ে গেল সকল ঘটনা ছবিতে দেখুন—যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হবেন।——

সঙ্গীতাংশ

(১)

সাগর বিদারি উঠিল লক্ষ্মী রূপে জল ঝলমলে
লক্ষ্মীর ঠাঁই সাজাও মেয়েরা গৃহ অঙ্গন তলে ॥
সারি সারি সারি অসুরের নারী দুবাহু পশারি যায়,
লক্ষ্মী যে চলে দেবতার দেশে শত আঁখি ছল ছলে।
রূপে জল ঝলমলে ॥

কত কাল গেছে আজ তারা ডাকে
লক্ষ্মী এসো এসো হে—
উতল শ্রবণ চরণ নুপুর রণণ শোনার মোহে।
হায় কেঁদে সারা কালো আঁখি তারা
ঘুমহারা জাগে রাত
এসোহে লক্ষ্মী এসো এসো এসো—
আকুল এ আঁখি জলে
লক্ষ্মী যে গেছে দেবতার দেশে শত—
আঁখি ছল-ছলে ॥

(২)

তেপান্তরের পার হতে ঐ
ডাক্‌ছে কারা শুনতে পাও ?
কাল চোখের তারা—
তারা আকুল চেয়ে থাকে দেখে যাও।
ডাক্‌ছে অঝোর চোখের নীরে,
এস ফিরে এস ফিরে
বাহুলতার বাঁধন ছিঁড়ে,
তোমার তরে নিশুত রাতে
ঘুম-হারাদের মন উঠাও,
দেখে যাও, দেখে যাও, দেখে যাও।

(৩)

আঁচলে মুখ ঢাকলি কেন ?
সোণার আলোয় মন উড়ে যায়
পাখির মত রঙিন পাখা।
গালের টোলে রাতের স্বপন
স্বপন রেখা আছে আঁকা।
ভোরের বাতাসে মন উতরল
ওড়ে আঁচল, ওড়ে নিচোল
ছল ছল ছল বিহ্বল নদী আঁকা বাঁকা।

আঁচলে মুখ ঢাক্‌লি কেন ?
ভোরের পাখী ডাক্‌ছে নাকি ?

(৪)

লক্ষ্মী হারা কাঁদছে কারা শূণ্য পুরীর অন্ধকারে
পথের ধুলো ভিজে গেল, চোখের জলে অঝোর ধারে।
আস্‌ছে ছবি স্মৃতির পটে
বেণুমতির তটে তটে—
পায়ের রেখা আছে লেখা বালুর পরে বাঁকের পাড়ে।
হায় সুদূরে শতেক যোজন
আজকে বসে কাঁদছে যে জন।
বাতাস বুঝি উদাস হোলো একাকিনীর ব্যাথার ভারে॥

(৫)

ফেলে গেলাম চোখের বারি
তোমার দোরের পর
ও নিঠুর বন্ধু—
তারি লাগি মন যদি হায় কাঁদে নিরন্তর
হাত বাড়ায়ে চোখের বারি
মুছে ফেল গো।
তোমার করে ফেলে গেলাম
একটা দীঘল শ্বাস
ও নিঠুর বন্ধু—
রাতে যদি তারি লাগি
হয় মনে তরাস
ঘর ছেড়ে ঐ তারার আলোয়
এসে বোসো গো।
তোমার পায়ে রেখে গেলাম
কয়টা চম্পা ফুল
ও নিঠুর বন্ধু—
যদি কখন তারি লাগি
মনটা হয় বেভুল
চম্পা গুলো নখের আগায়
ছিড়ে ফেলো গো।

(৬)

আমি নিতি মনে মনে অতি সুগোপনে
সোনার সে ছবি আঁকি।
হোলো ভালো মোর কোন বাধা নাই
অন্ধ এ দুটি আঁখি।

(৭)

আমার এ গানের বাণী
যায় কি কানে ?
প্রাণ কি টানে ?
রাজকুমারী !
আমার এই কান্না রাশি
যায় যে ভাসি
দেশ বিদেশে
নীল আকাশের মেঘ বিদারি।
রাজকুমারী !

(৮)

কোন সুদূরে দেশান্তরী সোনার মেয়ে—
নিশ্বাস ফেলে দূরের দিকে চেয়ে চেয়ে
আমার গানে ব্যাকুল নিখিল-ভূমি
কোথায় তুমি ? কোথায় তুমি ?
নদী হয়ে উতল বহে হাজার লোকের
আঁখির বারি
—রাজকুমারী !

(৯)

তার দীঘল শ্বাসে ঝড় উঠেছে
নিভ্‌লরে কার আশার বাতি।
তুই ফুলের মালা ফেল্‌লি ছুঁড়ে,
সাপ হয় তাই ভুবন জুড়ে,
বিষের জ্বালায় জ্বালিয়ে দিল—
রাঙিয়ে দিল সোনার রাতি।

পরবর্ত্তী আকর্ষণ :—

কালী ফিল্মস্ লিমিটেডের

অভিনব অর্ঘ্য

চাণক্য

ভূমিকায়

শিশির কুমার ভাদুড়ী

অহীন্দ্র চৌধুরী	৺কঙ্কাবতী
নরেশ মিত্র	রাজলক্ষ্মী
বিশ্বনাথ ভাদুড়ী	রাধারাণী
রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	বীণা দত্ত
কৃষ্ণচন্দ্র দে	কুমারী শুক্তিধারা মুখার্জ্জী

পরিচালক

শিশির কুমার ভাদুড়ী

বি, নান (এড্‌ভারটাইজিং কন্‌সালট্যাণ্ট)

১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—বি, বি, ৩২৩৪

এজেণ্ট—
শ্লাইড্ এড্‌ভারটাইজিং
স্থানীয় এবং মফঃস্বল
সিনেমা

বিশেষজ্ঞ—
সিনেমা ও এড্‌ভারটাইজিং শ্লাইড্
ও
উচ্চশ্রেণীর ডিজাইন
প্রস্তুত প্রণালীতে

এবং

যাবতীয় বিজ্ঞাপনের কার্য্যে আমাদের দক্ষতা
পরীক্ষিত

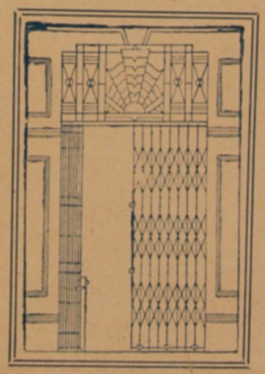

এই দুর্দ্দিনের বাজারে

যদি চোর ও বদমায়সের হাত হইতে ধন দৌলত রক্ষা করিতে চান তাহা হইলে একমাত্র লোহার কোলাপ্‌সিবল্ গেটই (**Steel Collapsible Gate**) রক্ষা করিতে পারে—যাহা কাঠের দরে পাওয়া যায়।

আবেদন করুন—

নান আয়রণ ওয়ার্কস

ম্যানেজিং এজেণ্ট : বি, নান

১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন : বি, বি, ৩২৩৪।

KALI FILMS LIMITED
CALCUTTA